বিস মিল্লাহি রাহ্ মানির রাহিম

গঠনতন্ত্র

১।

ধারাঃ -০১ । সংগঠনের নাম করণ ঃ

এই সংগঠনের নাম '' ইউনাইটেড বাংলাদেশ জাপান কো-অপরেটিভ সোসাইটি ,, ইংরেজী নাম -** UNITED BANGLADESH -JAPAN CO-OPERATIVE SOCIETY ** সংক্ষেপে UBJCS .

ধারা - ঃ ০২ পরিভাষাঃ

ক। সংগঠন বলতে **ইউনাইটেড বাংলাদেশ - জাপান কো-অপরেটিভ সোসাইটি ** বুঝাবে।

খ। সমিতি বলতে **ইউনাইটেড বাংলাদেশ - জাপান কো-অপরেটিভ সোসাইটি ** বুঝাবে।

গ। ধারা ' উপধারা বলতে অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ধারা উপধারা সমূহ বুঝাবে।

ঘ। নিয়মাবলি বলতে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ধারা উপধারা ও পরবর্তী সময়ে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী সংশোধিত বিধি-বিধানকে বুঝাবে।

ঙ। কমিটি ' ' সাব কমিটি '' উপদেষ্টা পরিষদ ' নির্বাচন কমিশন ''গ্রুপ বলতে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বুঝাবে।

চ । ব্যাখ্যা বলতে গঠনতন্ত্রের ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যা বুঝাবে

ছ। ভূমিকা ' বলতে সংগঠনের মুখবন্ধ বা সংক্ষিপ্তভাবে জন্মের ইতিহাস ও আদর্শ সংক্রান্ত বক্তব্য বুঝাবে।

ধারা ঃ- ০৩। ' মনোগ্রাম বা লোগো ঃ

এই সংগঠনের একটি সর্বজন সম্মত মনোগ্রাম বা লোগো থাকবে। এটি সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশের সমর্থণ ব্যতিরেকে অপরিবর্তনীয়।

ধারা ঃ- ০৪ কার্যলয়ঃ

ক । সংগঠনের একটি কার্যলয় থাকবে টৌকিওতে

খ । সংগঠনের একটি সংশ্লিষ্ট কার্যলয় সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় স্থাপন করা হবে।

গ । সংগঠনের নীতি লক্ষ্য উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের অন্য কোন দেশে কেউ শাখা স্থাপন করতে চাইলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

ধারাঃ- ০৫। লক্ষ্য , উদ্দেশ্য , ও কর্মসূচি ঃ

ক । প্রবাসী বাংলাদেশী এবং তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্মিলিত , স্থায়ী ও লাভজনক বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা এবং সময়োপযোগি প্রকল্প গ্রহন করা।

খ । আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে এর গ্রহন -যোগ্যতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখা

গ । সংগঠনের বৈশিষ্ট হবে লাভজনক ও ব্যবসাভিত্তিক সমন্বিত জীবন - যাপন। শুধু মাত্র বৈধ ও আইনসম্মত প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যাবে।

ঘ । সংগঠনের সদস্যগনকে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সাংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন -যাপনে উদ্বুদ্ধ করা , ঐক্যবদ্ধ প্রকল্প গ্রহন করে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করা।

ঙ। সমিতির সদস্যগনের পদত্ত চাঁদা ও সম্ভব হলে অন্যান্য বৈধ ও আইনসম্মত উৎস থেকে সংগৃহিত অর্থ স্থায়ী ও লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা এবং নিজেদের মধ্যে প্রকল্পের সুফল গঠনতন্ত্রের নিয়ম ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্টন করা।

চ । সদস্যগনের দার্শনিক শিক্ষা ও সাংগঠনিক আদর্শ হবে কর্তব্যের টানে বিদেশে অবস্থান আর নাড়ীর টানে স্বদেশে সমবায়ভিত্তিক বিনিয়োগ।

ছ । বিদেশ থেকে ফিরে গিয়ে বা বিদেশে বসে অকৃত্রিম দেশ প্রেম।

জ । ব্যাক্তিগত ভাবে প্রতি সদস্যকে এবং সমষ্টিগত ভাবে সংগঠনকে আর্থিকভাবে স্বলম্বী আর মানষিকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রাখার লক্ষে নিয়মিত সঞ্চয় করে মূলধন গঠন ও সঞ্চিত অর্থের সুরক্ষিত লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

ঝ । স্থায়ী সম্পদ প্রতিষ্ঠা এবং বিপনন বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ।

ঞ । অস্থায়ী সম্পদ ক্রয় , অস্থায়ী প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঋণদান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

ট। পর্যায়ক্রমে সমিতির সদস্যবৃন্দ ও সংগঠনের বৃহত্তর সার্থে ঢাকা শহর বা সুবিধাজনক জায়গায় নির্ভেজাল ও নিষ্কন্টক জমি ক্রয় , আবাসিক ও বানিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে আদর্শ ও পরিকল্পিত জীবন -যাপনে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যাখ্যা ঃ- যেমন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ২৫ কিলোমিটার মধ্য জমি ক্রয় করে অনেক গুলো বহুতল আবাসিক ভবন ,শপিং কমপ্লেক্স অফিস স্পেশ , ফাইভ ষ্টার হোটেল , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান , হাসপাতাল , জিমনেশিয়াম , ক্রীড়া ব্যবস্থাসহ একটি মাল্টিপ্ল্যান ১০০ জন সদস্যের একটি সমন্বিত উদ্যোগে বাস্তবায়ন সম্ভব।

ঠ । জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের সংগে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করে জাতীয় সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

ড । আর্থিক প্রকল্পে বাংলাদেশে অত্যন্ত সফল কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করা যাবে বা যৌথ ভাবে তাদের সাথে কার্য পরিচালনা করা যাবে।

ঢ । সরকারী অনুমোদন সম্ভব হলে দ্রুত রেমিট্যান্স বাংলাদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। যেমন বাংলাদেশের কোন ব্যাংক জাপানে তাদের শাখা স্থাপনের ব্যয়ভার নির্বাহে সাহস পায়না। সেই ক্ষেত্রে এই সংগঠন জাপানে স্বল্প খরচে অফিস এবং ষ্টাফ সুবিধা দেবার আহবান জানাতে পারে।

ণ । বাংলাদেশ সরকার যদি প্রবাসীদের জন্য কোন বিশেষ প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহন ও বিনিয়োগে আহবান করে , সেক্ষেত্রে লাভজনক মনে হলে সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ঢাকা শহরের বাইরের শহরে হলেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

ত। বাংলাদেশ উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য অতি অল্প লাভে প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এ সংগঠন উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ- যেমন বাংলাদেশ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজ নির্মাণে বা খনিজ সম্পদ আহরণে এই সংগঠন যদি জাপানি কোন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে যেতে পারে তবে তাদের কর্মসম্পাদন শেষে টোল আদায় বা ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব পালন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে জাপানি কোম্পানির সাথে বা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

থ ।স্থায়ী ও লাভ জনক প্রকল্পে বিদেশী বিনিয়োগকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।তবে সাধারণ সভার অনুমোদন থাকতে হবে।

দ । লাভজনক মনে হলে ও সাধারণ সভার অনুমোদন পেলে প্রকল্প বিক্রি করে আরেকটি প্রকল্প গ্রহন করা যেতে পারে।

ন । জাপানে সংগৃহিত মূলধন বাংলাদেশে এক বা একাধিক তপশিলী ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। সদস্যগনের মাসিক চাঁদা তিন মাসের অনধিক সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সংগঠনের একাউন্টে পাঠাতে হবে। গঠনতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষে যে কোন সদস্য টাকা রেমিট্যান্স বা আর্থিক হিসাব পত্রের প্রমাণ দেখার অধিকার সংরক্ষণ করবেন। সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অনুমোদিত বাজেট শুধু মাত্র জাপানে সংগঠনের নির্ধারিত একাউন্টে নিয়ম অনুযায়ী রাখা যাবে।

প । সমিতির নামে প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা যাবে ।

ফ । সাধারণত ঃ সমবায়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য **সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ **

অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যে কোনো কার্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।
ব । এই গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইন বা সংবিধান পরিপন্থী হলে তা স্বয়ংক্রীয়ভাবে বাতিল গন্য হবে।
ভ । সংবিধানের শেষে ১০০ জন সদস্যের নাম ও স্বাক্ষর সংযুক্ত থাকবে। তারা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে সন্মানিত হবেন।
ম । গঠনতন্ত্র অনুমোদনের দিন একটি নিরপেক্ষ ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী আচঁরণ বিধি ও সদস্য হবার নীতি মালা ঘোষণা করবেন। এ অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবার সাথে সাথে আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত হবে। তবে আহবায়ক কমিটি একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন। নির্বচনের ৩০ দিনের মধ্যে। নির্বচন কমিশন গঠিত হবার পর সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহনের মাস থেকে সদস্যদের মাসিক চাঁদা বা মূলধন সংগ্রহ করতে পারবেন। অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার সাথে সাথে এ উপ ধারাটি গঠনতন্ত্র থেকে স্বয়ংক্রীয় ভাবে বিলুপ্ত গন্য হবে।

ধারা ঃ- ০৬। সদস্য নির্বাচন ও কর্ম এলাকা

ক । জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকগন ৭ নং ধারার বিধান মতে সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবে।
খ । সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে জাপানে এবং প্রকল্প পরিচালিত হবে বাংলাদেশে।

ধারাঃ- ০৭। সদস্য পদের যোগ্যতা ও নিয়মাবলী ঃ

ক । সংগঠনের সর্বোচ্চ যোগ্যতা হবে প্রাথমিক সদস্য পদ।
খ । প্রাথমিক বা সাধারণ সদস্য হিসাবে তারাই বিবেচিত হবেন -যারা বাংলাদেশের নাগরিক , সমিতির নির্ধারিত ফরমে অবেদন করেছেন। যাদের আবেদনপত্র গৃহিত ও অনুমোদিত হয়েছে।
গ । সদস্য আবেদন পত্রের ফি হবে ১০০০ [এক হাজার]ইয়েন।
ঘ । আবেদনপত্র গৃহিত হবার পর কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট [১০,০০০ দশ হাজার] ইয়েন মাসিক চাঁদা বা একটি শেয়ার মূলে পরিশোধ করার সাথে সাথে সদস্যপদ চূড়ান্ত বা স্থায়ী পরিগনিত হবে।
ঙ । আবেদন করার ৩০ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত আবেদনপত্র মন্জুর বা নামন্জুর হবার বিষয়টি আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।
চ । নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করলে , শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ড বা কোনো কারণে সমিতি থেকে বহিষ্কৃত না হলে সদস্যপদ আজীবন বহাল থাকবে।

ধারাঃ- ০৮ ।সদস্য মনোনিত ব্যক্তি বা নোমিনী ঃ

ক । কোনো সদস্য ইচ্ছাপোষণ করলে আবেদনপত্রে তার নোমিনী রাখতে পারবেন। প্রয়োজনে এরূপ মনোনয়ন লিখিতভাবে বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন। সদস্যের মৃত্যুর পর নোমিনী উক্ত সদস্যের শেয়ার , ভোটাধিকার এর পূনাঙ্গ স্থলাভিষিক্ত হবেন।
খ । নোমিনী নির্ধারিত না থাকলে কোনো সদস্যের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার আইনের বিধানমতে তার ওয়ারিশগন মালিকানা অর্জন করবেন। তবে একাধিক ওয়ারিশ থাকলে তাদের লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন ভোটাধিকার প্রয়োগ ও সভায় উপস্থিত হবার জন্য প্রতিনিধিত্ব করবেন।

গ । নোমিনীর মৃত্যু হলে [সদস্যের মৃত্যুর পর] উক্ত নোমিনীর ওয়ারিশ গন মালিকানা অর্জন করবেন।

ঘ । কার্যনির্বাহী কমিটি নোমিনীর তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

ধারাঃ- ০৯ ।সদস্যপদ প্রত্যাহার ঃ

কোনো সদস্য ইচ্ছে করেলে এক মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তার নিজের ও সমিতি বরাবর অন্যের কোনো আর্থিক দায় সংক্রান্ত গ্যারান্টর হয়ে থাকলে সমুদয় দেনা পরিশোধ বাধ্যতামূলক। সদস্যপদ পরিত্যাগকারী তার শেয়ার বাবদ সঞ্চয়ের টাকা এক বছরের মধ্যে বিনাসুদে ফেরৎ পাবেন।তার শেয়ার সমূহ সমিতির অনুকূলে হস্তান্তর করবেন। যা মূলধন হিসাবে যুক্ত হয়ে যাবে।

ধারাঃ- ১০ । জরিমানা ,বহিঃস্কার ,শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ ঃ

ক । কোনো সদস্য ইচ্ছাপূর্বক সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালা লংঘন করলে সমিতির স্বার্থহানিকর কাজে লিপ্ত হলে ,সাধারণ সভার নির্দেশ অমান্য করলে , ছয় মাস চাঁদা পরিশোধ না করলে ,কার্যনির্বাহী কমিটি তাকে জরিমানা বা সাময়ীক বহিস্কার করতে পরবেন।

খ । কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যকে যথাযথ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করবেন। সাময়িক বহিস্কার সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।অভিযুক্ত সদস্য সাধারণ সভায় আপীল করতে পারবেন লিখিতভাবে।সাময়িক বহিস্কার যদি সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয় , তাহলে চূড়ান্ত বহিস্কার হিসাবে গন্য হবে এবং উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল ও শেয়ার বাজেয়াপ্ত হবে।

ধারাঃ- ১১ ।সদস্য পদের অবসান ঃ

ক । কোনো সদস্যে সকল শেয়ার বাজেয়াপ্ত হলে ঃ-

খ । সদস্যপদের যোগ্যতা হারালে ঃ-

গ । পদত্যগ করলে এবং তা গৃহিত হলে ঃ-

ঘ । কমিটি কর্তৃক বিতাড়িত হলেঃ-

ঙ । সদস্যের মৃত্যু ঘটলে।

চ । আদলত কর্তৃক দেউলিয়া , বিকৃত মস্তিস্ক্য সাব্যস্ত হলে ঃ-

ছ । নৈতিক ভ্রষ্টাচারের কারণে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হলে।

উপরোক্ত যে কোনো এক বা একাধিক কারণে একজন সদস্যের সদস্য পদের অবসান ঘটবে।

ধরাঃ- ১২ ।সদস্য পদের অবসানের ক্ষেত্রে প্রাপ্য ফেরৎ ঃ

কোনো সদস্যের সদস্য পদের অবসান ঘটলে সমবায় সমিতির আইন ২০০১ ও সমবায় সমিতির বিধিমালা ২০০৪ অনুযায়ী উক্ত সদস্য তার অবসানপূর্ব অবস্থা পর্যন্ত সমুদয় সঞ্চয় বিনাসুদে অনধিক এক বছরের মধ্যে ফেরৎ পাবেন।

ধারাঃ- ১৩ । একজন সদস্যের দায় ঃ-

সমিতির সার্বিক কার্যকলাপ , ভুল সিদ্ধান্ত , প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে কোনো আর্থিক লোকসান হলে একজন সদস্য তার শেয়ার এর অংশ অনুপাতে দায়ী হবেন।

ধারাঃ- ১৪ । মূলধন সংগ্রহ ঃ

নিন্মলিখিত ভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাবে ঃ-

ক । সদস্যগনের নিকট থেকে মাসিক চাঁদা বা শেয়ার মূল্য সংগ্রহ করে।

খ । দান বা সাহায্য গ্রহন করে।
গ । সমিতির ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা থেকে।
ঘ । সমিতির প্রকল্প অগ্রসর করার লক্ষে ঋণ সংগ্রহ করে।
ঙ । প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য টাইম শেয়ার বিক্রি করে।
চ । সদস্যগনের কাছ থেকে ঋণ বা অগ্রিম সংগ্রহ করে।

ধারাঃ- ১৫ । শেয়ার মূলধন ও শেয়ারের মূল্য

ক ।সমিতির প্রাথমিক অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের লক্ষ্যমাত্রা হবে ১০,০০০,০০০০ [দশ] কোটি জাপানিজ ইয়েন। এটি সমান ১০,০০০ [দশ হাজার] ভাগে ভাগ করা হবে এবং ১ [এক]টি শেয়ারের মূল্য হবে দশ হাজার ইয়েন।
খ । সমিতির সদস্য ছাড়া কেউ কোন শেয়ার ক্রয় করতে পারবেনা।
গ । সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর অর্থ শেয়ার হিসাবে রূপান্তরিত হবে।
ব্যাখ্যা ঃ- একজন সদস্য প্রতিমাসে একটি করে শেয়ার কিনতে পারবেন। অর্থাৎ প্রতিমাসে একজন সদস্য দশ [১০] হাজার ইয়েন মাসিক সঞ্চয় হিসাবে জমা দিবেন এবং [১] এক টি করে শেয়ার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন।
ঘ । ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষে কার্যনিবাহী কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সময়ে শেয়ার মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি করবেন।

ধারাঃ- ১৬ । শেয়ার সার্টিফিকেট ঃ

প্রত্যেক সদস্য প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক সঞ্চয় পরিশোধ করে বিনা মূল্যে একটি করে শেয়ার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন।সমিতির সীলমোহার যুক্ত এই সার্টিফিকেটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর করবেন। বিলম্ব পরিশোধ , হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট কপি ইস্যু এসব ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি একটি ফি নির্ধারণ করতে পারবেন।

ধারাঃ- ১৭ ।শেয়ার হস্তান্তরঃ

কোনো সদস্য সংগত কারণে তার শেয়ার হস্তান্তর করতে চাইলে প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করবেন। ১ মাসের ১টি শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। এক জন সদস্যের সমুদয় অর্জিত শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে নতুন একজন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন।

ধারাঃ- ১৮ । অব্যবহৃত তাবিলঃ

সমিতির যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়নি তা কোনো কর্মকর্তার কাছে রাখা যাবেনা। কোনো তপশীলি ব্যাংকে ১৮৮২ সালের ট্রাষ্ট আইনের ২০ ধারা মতে ও সিকিউরিটিতে নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় গচ্ছিত রাখা বা খাটানো যাবে।

ধারাঃ- ১৯ । ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনাঃ

সমিতির মূলধন ব্যাংক থেকে উঠানোর ক্ষেত্রে সভাপতি , সাধারণ সম্পাদক ,এবং কোষাধ্যক্ষ তিন জনের স্বাক্ষর যুক্ত চেক এবং সাধারণ সভার রেজিউলিশন এর কপি ব্যাংকে জমা দিয়ে কেবল টাকা উত্তলন করা যাবে। উক্ত রেজিউলিশন বিনিয়োগ প্রকল্পের এবং উক্ত তিনজনের উপর পদত্ত ক্ষমতা ও টাকার অংন্ক উল্লেখ থাকতে হবে।
সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দৈনন্দিন খরচ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত বাজেট এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত তিনজনের স্বাক্ষরে টাকা উঠাতে পারবেন। তবে এই হিসাবের একটি ভিন্ন একাউন্ট নাম্বার থাকতে হবে।

ধরাঃ- ২০ । চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষঃ

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ১৬ [১] ধারা মতে সমিতির সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত কোরাম হচ্ছে ** সাধারণ সভা ** ।সাধারণ সভা গঠনতন্ত্রের সংশোধন , কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রমে জবাবদিহি , বার্ষিক বাজেট ,কোনো অন্তর্ভূক্তি বা বিলুপ্তি বা যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহন , পরিবর্তন ,পরিবর্দ্ধন ও সংযোযন করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। সাধারণ সভা হবে ২ ধরণের ---- ১। বার্ষিক সাধারণ সভা। ২। বিশেষ সাধারণ সভা।

ধারাঃ- ২১ ।বার্ষিক সাধারণ সভা

ক । বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কমপক্ষে সভার ১৫ দিন পূর্বে সকল সদস্যের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।নোটিশে সভার স্থান ,সময় ও অলোচ্য-সূচি উল্লেখ করতে হবে।

খ ।যে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় থাকবে , সেইটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

গ । আলোচ্য-সূচিতে বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন , কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রমের বাৎসরিক রিপোর্ট , বাৎসরিক হিসাব [জুলাই থেকে জুন পযর্ন্ত অর্থ বছর] অনুমোদনের এর বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী প্রতি কার্যকরী বছরে অন্তত বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হবে।

ধারাঃ- ২২ । বিশেষ সাধারণ সভাঃ

সমিতির কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ কোনো জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভার আহবান করতে পারবেন।বিশেষ সাধারণ সভায় নিদিষ্ট বিষয়ের বাইরে অন্য কোনো আলোচ্য-সূচি অন্তর্ভুক্ত হবেনা। নির্বাচন তপশীল ঘোষিত হবার পর এ ধরণের সভায় একজন নির্বাচন কমিশনার সভাপতিত্ব করবেন।

ধারাঃ- ২৩ । সাধারণ সভার কোরামঃ

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ১৭ [৫] ধারানুযায়ী সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০ বা তার কম হলে এক তৃতীয়াংশের উপস্তিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। তার অধিক এবং ১০০০ এর কম হলে এক চতুর্থাংশ।

ধারাঃ- ২৪ ।কার্যনির্বাহি কমিটি ঃ

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন করতে হবে। সমবায় সমিতির আইন ২০০২ এর ১৮ [১] [২] ১৮ [২] ক, ১৮ [৩] ১৮ [৪] উপধারায় সমবায় সমিতির বিধিমালা ২০০৪ এর ২৫-৩৫ বিধি অনুসারে প্রণীত বিধি বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। ঃ-

সভাপতি	-	১ -জন
সহসভাপতি	-	৩ -জন
সাধারণ সম্পাদক	-	১ -জন
যুগ্ন সম্পাদক	-	২ -জন
কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
সহকারী কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
সদস্য	-	৭ -জন

মোট -------------------------------------১৬ -জন

খ । সমবায় সমিতি আইন সংশোধনী ২০০২ এর ১৮ [৪] ধারা অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি প্রথম অনুষ্ঠিত সভার তারিখ থেকে ৩ বছর মেয়াদের জন্য দায়ীত্ব পালন করবেন। এই কমিটি তাদের মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই পরবর্তী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করবেন।

গ । ১৮ [৮] ধারামতে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে একাধিক্রমে দুটি মেয়াদ পূর্ণ করেছেন এমন কোনো সদস্য উক্ত মেয়াদের অব্যবহিত একটি মেয়াদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ঘ । মেয়াদ অতিক্রম হবার পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন না করলে ঐ কার্যনির্বাহী কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্তি গন্য হবে। এই অবস্থায় নিবন্ধক একটি অন্তর্রবর্তীকালীন বা আহবায়ক কমিটির মাধ্যমে সাধারণ সভা আহবান করে , নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করে নতুন কমিটি নির্বাচনে উদ্যোগ গ্রহন করবেন।

ধারাঃ- ২৫ । নির্বাচন কমিশনঃ

সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য একটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। উক্ত নির্বাচন কমিশনে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন নির্বাচন কমিশনার হিসাবে ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন আচঁড়ন বিধি ও তপশীল ঘোষনা করবেন। নির্বাচন শেষে সকল দলিল পত্র সীলগালা করে কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে হস্তান্তর করবেন।

ধারাঃ- ২৬। কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ঃ

ক । কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাহী ফলাফলের ঘোষণার অনধিক ৭ দিনের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহন করবেন এবং তাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সভায় মিলিত হবেন।

খ । নতুন সদস্য ভর্তির বিষয়টি কার্যনির্বাহী কমিটির এখতিয়ার তরে বহিস্কার বা অব্যাহতি চূড়ান্তকরণের বিষয়টি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

গ । সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহন , প্রত্যেকটি কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার জন্য সাধারণ সভায় লিখিত রিপোর্ট , আয় - ব্যায়ের হিসাব প্রনয়ন করবেন।

ঘ । তহবিল উন্নয়ন ও বিনিয়োগে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করবেন ।তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন থাকতে হবে।

ঙ ।বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের জন্য এক বা একাধিক সাব -কমিটি নিয়োগ করতে পারবেন।

চ । সমিতির সদস্য তালিকা , নোমিনী তালিকা হালনাগাদ অবস্থায় তালিকা বদ্ধ রাখবেন।

ছ । সমিতির প্রয়োজনে ষ্টাফ নিয়োগ বা ছাঁটাই করতে পারবেন।

জ । উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাৎসরিক আয় - ব্যায় লাভ লোকসান সংক্রান্ত রিটার্ণ যথাযত ভাবে অডিট করাবেন।

ঝ ।আইন অনুযায়ী নিবন্ধক বা সরকারী যে দপ্তরে যে সকল রিপোর্ট বা তথ্য ও ফি প্রদান করার প্রয়োজন সে গুলো অবশ্যই করবেন এবং রিসিপ্ট সংগ্রহ করবেন।

ঞ । কার্যনির্বাহী কমিটি অত্র গঠনতন্ত্রের অন্যান্য বিভিন্ন ধারায় উল্লেক্ষিত দায়িত্ব সমূহ পালনেও বদ্ধপরিকর থাকবেন।

ধারাঃ- ২৭ । কার্যনির্বাহী কমিটির সভা।

ক ।কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। ভগ্নাংশের জন্য ১ জন বেশী গননা করে কোরাম হিসেব করতে হবে।

খ ।কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার সভা আহবান করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন তবে এই নোটিশে সভাপতির স্বাক্ষর থাকতে হবে।

গ । কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে স্থান , সময় , আলোচ্য-সূচি উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রেরণ করতে হবে। তবে বিশেষ জরুরী মূহুর্তে ৩ ৮
দিনের নোটিশে নিদিষ্ট বিষয়ের উপর জরুরী সভা আহবান করা যেতে পারে। কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিত নোটিশ দিয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে তলবী সভা আহবান করার অনুরোধ জানাতে পারবেন। তলবী সভার নোটিশে বিস্তারিত প্রয়োজনীয়াতা উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘ । প্রত্যেকটি কার্য বিবরণীতে উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর , মতামত ও সভার সিদ্ধান্ত একটি বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

ধারাঃ- ২৮ । সভাপতির ক্ষমতাও কার্যবলী ঃ

সভাপতি হবেন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান এবং সার্বিক অর্থে সমিতির মূখপাত্র। পদাধিকার বলে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুউপস্থিতিতে তিনি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ - সভাপতিদের কোন একজনকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন। সভাপতি প্রয়োজন মনে করলে কোনো বিশেষ কাজ বা আংশিক দায়িত্ব সমিতির প্রয়োজনে কোনো একজন বা একাধিক সদস্যকর প্রদান করতে পারেন।সভাপতি সমিতির বাইরে কোন বক্তব্য বিবৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সমিতির সার্থকে প্রধান্য দিয়ে আদর্শ ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

ধারাঃ- ২৯ । সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা সভাপতির পদত্যাগের কারণে পদ শূন্য হলে অথবা সভাপতি কর্তৃক দায়িত্ব অর্পণ করা হলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতিগন দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বোপরি সহ- সভাপতিগন সমিতির সভাপতিকে বিভিন্ন কার্যকলাপে সহযোগিতা করবেন।

ধারাঃ- ৩০ । সাধারণ সম্পাদক ঃ

সাধারণ সম্পাদক সব সময় সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সমিতির সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও সভা আহবান করবেন ।সমিতির প্রয়োজনে সকল প্রকার অফিসিয়াল যোগাযোগ , প্রয়োজনে মামলা -মোকদ্দমা পরিচালনা করবেন। কার্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সভার সকল কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত সংরক্ষণ করবেন। সাধারণ সভার বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করার মতো গুরুদায়িত্ব সাধারণ সম্পদককেই করতে হবে।

ধারাঃ- ৩১ । যুগ্ম সম্পাদক ঃ

যুগ্ম সম্পাদকগনের মূল দায়িত্ব হবে সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য করা। এরা বিশেষ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থাৎ সংগঠনের প্রয়োজনে যে কোনো সময় যে কোনো বিশেষ দায়িত্ব তারা পালন করবেন। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তনুযায়ী তারা পরিচালিত হবেন।

ধারাঃ- ৩২ । কোষাধ্যক্ষ ঃ

কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিলের হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সমিতির ব্যাংক একাউন্টের হিসাব , একাউন্ট বই ও চেক বই সংরক্ষণ , ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর সময় প্রদত্ত সভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত রেজুলিউশন সংরক্ষণ করবেন।সমিতির দৈনান্দিন কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সংক্রান্ত ভাউচার সংরক্ষণ করবেন।বাৎসরিক আয় -ব্যয়ের হিসাব অডিটের জন্য প্রস্তুত রাখবেন। প্রত্যেক সভায় আয় -ব্যয় সংক্রান্ত হিসেবের খাতা বহন করবেন এবং যে কোনো সদস্যের পরিদর্শণের জন্য উমুক্তরাখবেন।

ধারাঃ- ৩৩ । সমিতির বিলুপ্তি

সমিতির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষনা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শেয়ার মালিকানা অনুযায়ী সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন নীতিমালা নির্ধারণ করতে হবে।

Date:

To,

United Bangladesh-Japan Cooperative Society

……………………………………………………

……………………………………………………

Phone:-

Fax:-

http://www.

Email:

I am the following signatory...

Son of…………………………..Place of birth........................ Date of birth.......................-----picture

Passport No…………….... Place of issue............................. Date of issue...........................

Present address...

Phone: .... E mail: ....

Permanent Address:.. Phone: ....

E mail: ....

Name & address of Nominee: picture

01…………………………………………………………………………………..

02……………………………………………………………………………………

I am a permanent resident & citizen of Bangladesh do hereby, commit my consensus with the aims and objects of United Bangladesh-Japan Cooperative Society and apply to become a member of this society.

....

Signature

……………………………………………………………………………………………

For Official use only:

Membership approved for …………………………………………..dated at …………

President Secretary